দৈনিক ইনকিলাব

154

তারিখ ...07 AUG 1986...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১ ...

উপজেলা পরিক্রমা

মাদারগঞ্জ

॥ মোঃ আশ্রাফুর রহমান ॥

১৯০৬ সালে মাদারগঞ্জ উপজেলা তথা তৎকালীন থানার জন্ম হয়। মাদারগঞ্জ উপজেলা যমুনার পার্শ্বে অবস্থিত। মনোহর শোভাময় খরকা হ্রদ সমতুল্য বিলের পশ্চিম তীরে অত্র থানার অফিস স্থাপিত হয়। এ উপজেলার আয়তন ৭৬ বর্গমাইল। এর মধ্যে ৭টি ইউনিয়ন, ১৩৩টি গ্রাম, ১২১টি মৌজা এবং প্রায় ২৫,০০০ পরিবার আছে। ১৯৮৪ সালে এ থানাটি উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

যোগাযোগ

জামালপুর সদর থেকে মাদারগঞ্জের ১৮ মাইল দীর্ঘ পথ অত্র এলাকাবাসীর বহুদিনের স্বপ্ন থাকলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বহুপূর্বে ডি,বি কর্তৃপক্ষ দয়া করে এ ১৮ মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা তৈরী করেন এবং তা আজও তেমনি রয়েছে। তবে থানার মান উন্নীত হবার পর বেশ কয়েক মাইল রাস্তা ইট বিছানো হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তা তেমনিই রয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দু'টো নদীর উপর বেইলী ব্রীজ নির্মিত হয়েছিলো। কিন্তু তা গুটিকতক দিন পরেই ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে। অবশ্য এখন তা পুনরায় তৈরী করা হচ্ছে এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত একটি ব্রীজ সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। নদীপথে নৌকা বা লঞ্চযোগে যাতায়াত করা হয়। এ ছাড়া এলাকার ৯৩ মাইল রাস্তা আছে। এগুলোকে সংস্কার করা প্রয়োজন। এখানে একটি টেলিফোন একচেঞ্জ রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যোগাযোগ করতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়।

চিকিৎসা

অত্র উপজেলায় তিনটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প রয়েছে। এ উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে কর্মরত রয়েছেন ৭ জন চিকিৎসক এবং অন্যান্য উপস্বাস্থ্য প্রকল্পেও কমসংখ্যক চিকিৎসক রয়েছেন। তবে, চিকিৎসক বাড়ানো অত্যন্ত দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পে রয়েছে মাত্র ৩১টি বেড। যেখানে লক্ষাধিক মানুষের বাস সেখানে মাত্র ৩১টি বেড হাস্যকর। রোগীদের খাবার ব্যবস্থা থাকলেও তা উন্নতমানের নয়।

খেলাধুলা ও বিনোদন

এ উপজেলার উদয়ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সংস্কৃতি কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ গোষ্ঠীকে সার্বিক সহায়তা দান করলে এ থেকে সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার ভাল ফল পাওয়া যাবে। পাটাদহের রহিম স্পোর্টিং ক্লাব জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর প্রতি কারও দৃষ্টি নেই। এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কহিনুর ক্লাব কালের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এখানে নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এখানে কোন খেলার স্টেডিয়াম নেই। পাবলিক হল নির্মিত হলেও তা ছ'মাসের মধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। রসিকতা করে এলাকাবাসী মন্তব্য করে, মাদারগঞ্জ মানুষের কপালই ভাঙ্গা।

কলকারখানা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে এলাকাবাসী বলেন, "এখানে একটি সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। বিশেষজ্ঞগণ এসে সব কিছু তদারক করে এলাকাকে উপযুক্ত স্থান বলে ধরে নিয়েছিল। প্রভাবশালীদের চক্রান্তে এলাকাবাসীর স্বপ্ন স্বপ্নেই রয়ে গেল। ফলে এ উপজেলায় তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে উপজেলা অফিসের সামনে ও জামালপুর ডি,সি, অফিসের সামনে। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর জোর দাবি, 'শতাব্দীর ভাগ্য বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত মাদারগঞ্জে সার কারখানা গড়ে তোলা হোক।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ এ এলাকার স্বপ্ন মাত্র। মরহুম মেঃ জেঃ আবদুর রহমান সাহেব থানার মান উন্নীত করতে এসে বলেন যে, আগামী তিন মাসের মধ্যে এ উপজেলায় বিদ্যুৎ আসবে; কিন্তু তিন মাসের বদলে তিন বছর চলে গেছে। তবে একটি জেনারেটর আছে। তা থেকে শুধুমাত্র উপজেলার কর্মকর্তাগণ এবং হাসপাতাল উপকৃত হন।

কৃষি

এ উপজেলায় মোট ৫৭,৬০০ একর জমি রয়েছে। আবাদী জমি ৩৭,৫০০ একর ও অনাবাদী জমি ৬,০০০ একর। যমুনার ভাঙ্গনের ফলে বহু আবাদী জমিতে বালু পড়েছে। ফলে এলাকার বহু ধনী গৃহস্ত আজ নাজুক অবস্থায় বাস করছে।

শিক্ষা

মাদারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬টি, মাধ্যমিক স্কুল ১৬টি, নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ৩টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ২টি; তার মধ্যে একটির অবস্থা দেখে মনে হয় যেন যুদ্ধ বিদ্ধস্ত। দাখেল মাদ্রাসা ৬টি এবং এগুলোর অবস্থাও শীর্ণ। কলেজ রয়েছে মাত্র ১টি। এখানে বহু দূরের ছাত্র-ছাত্রীগণ পড়াশুনা করেন। কিন্তু তাদের ২৬ সিট বিশিষ্ট নবনির্মিত কলেজ হোস্টেল আবাসিক সমস্যা কিছুটা লাঘব করলেও চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী, কলেজকে সরকারী করা হউক।